খুতবা জুম'আ

আঁহযরত (সাঃ)এর মহান মর্যাদাপূর্ণ বদরী সাহাবী হযরত যুবায়ের রাজিআল্লাহু তায়ালা আনহুর প্রশংসাসূচক গুণাবলী ও ঈমান উদ্দীপক ঘটনাবলীর হৃদয়গ্রাহী বর্ণনা

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক মসজিদ মুবারক-টিলফোর্ড, ইসলামাবাদ হতে প্রদত্ত ৪ সেপ্টেম্বর ২০২০ তারিখের

খুতবা জুম্মার সংক্ষিপ্তসার

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ. بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ. اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ. الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ. مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ. إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ. اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ. صِرَاطَ الَّذِيْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ.

তাশাহহুদ তা'উয ও সুরা ফাতেহা পাঠের পর হুজুর আনোয়ার (আইঃ) বলেন ঃ

আল্লাহ্তা'লা পবিত্র কুরআনে বলেন ঃ

اَلَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِلّٰهِ وَالرَّسُوْلِ مِنْۢ بَعْدِ مَآ اَصَابَهُمُ الْقَرْحُ ۛ لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا مِنْهُمْ وَاتَّقَوْا اَجْرٌ عَظِيْمٌ

(সূরা আলে ইমরান: ১৭৩)

অর্থাৎ ঃ যারা নিজেরা আহত হবার পরও আল্লাহ্ ও রসূলের নির্দেশ মান্য করে, তাদের মধ্য থেকে যারা নিজেদের কর্তব্য সুচারুরূপে পালন করেছে এবং তাকওয়া অবলম্বন করেছে, তাদের জন্য রয়েছে মহা প্রতিদান।

হুযুর আনোয়ার (আইঃ) বলেন, হযরত যুবায়ের (রাঃ)এর স্মৃতিচারণের কিছুটা বাকি ছিল, আজ সেই অবশিষ্টাংশ বর্ণনা করব। আমি এখনই যে আয়াত পাঠ করলাম, সে আয়াতের ব্যাখ্যায় হযরত আয়েশা (রাঃ) তার ভাগ্নে উরওয়াকে বলেন, হে আমার ভাগ্নে! তোমার পিতৃপুরুষ হযরত যুবায়ের ও হযরত আবুবকর এই আয়াতে উল্লিখিত সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। উহুদের যুদ্ধে মহানবী (সাঃ) যখন আহত হন এবং মুশরিকরা পশ্চাদপসরণ করে তখন তিনি (সাঃ) আশঙ্কা অনুভব করেন যে, তারা পুনরায় ফিরে এসে হামলা না করে বসে। এজন্য তিনি (সাঃ) বলেন, তাদের পিছু ধাওয়া করতে কে কে যাবে? তাৎক্ষণিকভাবে তাদের মধ্য থেকে সত্তর জন সাহাবী প্রস্তুত হয়ে যান। হযরত আবুবকর ও হযরত যুবায়ের (রাঃ)ও তাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। উভয়ই আহতদেরও অন্তর্ভুক্ত হয়েছিলেন। হযরত আলী বর্ণনা করেন, আমি নিজ কানে মহানবী (সাঃ) কে একথা বলতে শুনেছি যে, তালহা ও যুবায়ের জান্নাতে আমার প্রতিবেশী হবেন। হযরত সাঈদ বিন যুবায়ের বর্ণনা করেন যে, হযরত আবুবকর, হযরত উমর, হযরত উসমান, হযরত আলী, হযরত তালহা, হযরত যুবায়ের, হযরত সা'দ, হযরত আব্দুর রহমান এবং হযরত সাঈদ বিন যায়েদ রিযওয়ানুল্লাহি আলাইহিম–এর যে পদমর্যাদা ছিল তা হলো, তারা যুদ্ধ ক্ষেত্রে মহানবী (সাঃ)এর সম্মুখভাগে যুদ্ধ করতেন আর নামাযে রসুলুল্লাহ্ (সাঃ)এর পিছনে দাঁড়াতেন।

মহানবী (সাঃ) যেসব লেখককে দিয়ে পবিত্র কুরআন লিপিবদ্ধ করাতেন তাদের মাঝে হযরত যুবায়ের বিন আওয়াম (রাঃ) এর নামের উল্লেখ পাওয়া যায়। মহানবী (সাঃ) যখন মদিনায় বাড়ি-ঘরের সীমানা নির্ধারণ করছিলেন, তখন হযরত যুবায়েরের জন্য জমির একটি বড় অংশ বরাদ্দ করেন।

হযরত যুবায়ের (রাঃ) বলতেন, একবার তাঁর সাথে এক আনসারী সাহাবীর মহানবী (সাঃ)এর উপস্থিতিতেই পানির নালা সম্পর্কে মতভেদ হয় যদ্বারা তারা উভয়ে তাদের ক্ষেতে সেচ দিতেন। মহানবী (সাঃ) বিষয়টি মীমাংসার উদ্দেশ্যে বলেন, হে যুবায়ের! তোমার ক্ষেতে সেচ দেয়ার পর তুমি তোমার প্রতিবেশীর জন্য পানি ছেড়ে দিও। কিন্তু আনসারীর কাছে এ কথাটি মনঃপূত হয় নি। তাই সে বলে, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সাঃ)! সে আপনার ফুপাত ভাই, তাই আপনি এমন সিদ্ধান্ত দিলেন, তাই না? একথা শুনে মহানবী (সাঃ) এর পবিত্র চেহারার রং পাল্টে যায় আর তিনি (সাঃ) যুবায়ের (রাঃ)কে সম্বোধন করে বলেন, এখন তুমি তোমার ক্ষেতে সেচ দিতে থাক আর পানি আল পর্যন্ত না পৌঁছানো পর্যন্ত তুমি পানি আটকে রাখ। এভাবে মহানবী (সাঃ) হযরত যুবায়ের (রাঃ)কে তার পুরো অধিকার পাইয়ে দেন। অথচ ইতিপূর্বে তিনি (সাঃ) হযরত যুবায়ের (রাঃ)কে এমন পরামর্শ দিয়েছিলেন যাতে তার ও আনসারীর উভয়ের জন্যই স্বাচ্ছন্দ্য ও সুযোগ সুবিধা ছিল। হযরত যুবায়ের (রাঃ) বলেন, খোদার কসম! আমি মনে করি নিম্নলিখিত আয়াতটি এ ঘটনা সম্পর্কেই অবতীর্ণ হয়েছে।

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

(সূরা নিশা ঃ ৬৬)

অর্থাৎ ঃ অসম্ভব! তোমার প্রভুর কসম! তারা কখনোই ঈমান আনতে পারে না যতক্ষণ না তারা তোমাকে সেসব বিষয়ে বিচারক মানবে যেগুলোতে তাদের মাঝে বিবাদ হয়েছে। অতঃপর তুমি যে সিদ্ধান্তই প্রদান কর, সে বিষয়ে তারা যেন নিজ হৃদয়ে কোন প্রকার সংকীর্ণতা অনুভব না করে এবং পরিপূর্ণ আনুগত্য করে।

হযরত যুবায়ের (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে যে, যখন আয়াত ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِندَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ **অর্থাৎ ঃ অবশ্যই তোমরা কিয়ামতের দিন তোমাদের প্রভু প্রতিপালকের সমীপে একে অপরের সাথে বিতর্ক করবে**–অবতীর্ণ হয়, তখন তারা নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সাঃ)! এর দ্বারা কি আমাদের জাগতিক ঝগড়া বিবাদ বুঝাচ্ছে? মহানবী (সাঃ) বলেন, হ্যাঁ। এরপর যখন আয়াত ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ **অর্থাৎ ঃ সেদিন তোমরা অবশ্যই নেয়ামত ও প্রাচুর্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে**–অবতীর্ণ হয় তখন হযরত যুবায়ের (রাঃ) নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সাঃ)! আমরা কোন প্রাচুর্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হব? আমাদের কাছে যে কেবল খেজুর আর পানি রয়েছে। মহানবী (সাঃ) বলেন, সাবধান! সেই প্রাচুর্যের যুগও অচিরেই আসতে যাচ্ছে।

একজন বুজুর্গ ব্যক্তি হযরত যুবায়ের (রাঃ) কে বলেন, আপনার শরীরে আঘাতের এমন চিহ্ন আমি দেখেছি যা আজকের পূর্বে কখনো কারো শরীরে দেখি নি! তিনি প্রত্যুত্তরে বলেন, খোদার কসম! সবকটি আঘাত আমি রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)এর সহযোদ্ধা হয়ে আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধ করার সময় পেয়েছি।

হযরত যুবায়ের সম্পর্কে জানা যায় যে, তার এক হাজার দাস ছিল, যারা তাকে ভূমিজ উৎপাদনের কর প্রদান করত; এগুলোর কিছুই তিনি বাড়িতে আনতেন না, পুরোটাই সদকা করে দিতেন। হযরত উমর (রাঃ) বলেন যে, হযরত যুবায়ের ধর্মের স্তম্ভগুলোর মধ্যকার একটি স্তম্ভ। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন যুবায়ের বর্ণনা করেন যে, হযরত যুবায়ের যখন উষ্ট্রীর যুদ্ধের দিন দণ্ডায়মান হন, তখন তিনি আমাকে ডাকেন। অতঃপর বলেন, হে আমার প্রিয় পুত্র! আজকে হয় অত্যাচারী ব্যক্তি নিহত হবে, নতুবা অত্যাচারিত ব্যক্তি। অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে, আজ আমি নিপীড়িত অবস্থায় নিহত হব। আমার সবচেয়ে বড় দুশ্চিন্তা হলো নিজের ঋণ নিয়ে। এরপর বলেন, হে আমার পুত্র! সম্পদ বিক্রি করে

ঋণ পরিশোধ করে দিও; আর আমি এক-তৃ তীয়াংশ ওসীয়্যত করছি। ঋণ পরিশোধের পর যদি কিছু অবশিষ্ট থাকে, তবে তাথেকে এক-তৃতীয়াংশ তোমার সন্তানদের জন্য। অর্থাৎ অন্যদের পাশাপাশি তার সন্তানদেরও তিনি দান করেন। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন যুবায়ের বর্ণনা করেন, হযরত যুবায়ের আমাকে তার ঋণ আরো সম্পর্কে ওসীয়্যত করেন যে, হে আমার পুত্র, যদি এই ঋণের কোন অংশ পরিশোধ করতে তুমি অপারগ হও, তবে আমার মওলার সাহায্য নিও। আব্দুল্লাহ্ বিন যুবায়ের বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, আপনার মওলা কে? এতে হযরত যুবায়ের বলেন, 'আল্লাহ্'। পরবর্তীতে যখনই আমি তার ঋণ নিয়ে কোন সমস্যায় পড়েছি, তখন এ দোয়া করেছি যে,হে যুবায়ের-এর মওলা! তুমি তার ঋণ পরিশো করে দাও এবং তিনি তা পরিশোধ করে দিতেন। অর্থাৎ আল্লাহ্তা'লা সেই ঋণ পরিশোধের কোন না কোন ব্যবস্থা কিংবা উপকরণ সৃষ্টি করে দিতেন।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রাঃ) হযরত আলী (রাঃ)এর খিলাফত নির্বাচনের ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, যখন হযরত উসমানের শাহাদাতের ঘটনা ঘটে তখন মদিনায় অবস্থানরত সাহাবীগণ তথা মুসলমানদের ভেতর নৈরাজ্য বৃদ্ধি পেতে দেখে হযরত আলীর উপর মানুষের বয়আত নেয়ার বিষয়ে চাপ সৃষ্টি হতে থাকে। তিনি বেশ কয়েকবার অস্বীকারও করেন। কিন্তু যখন তাকে বয়আত গ্রহণের জন্য বাধ্য করা হয় তিনি এ দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং মানুষের বয়আত নেয়া আরম্ভ করেন। কয়েকজন জ্যেষ্ঠ সাহাবী তখন মদিনার বাইরে ছিলেন। কয়েকজনের কাছ থেকে জোর করে বয়আত নেয়া হয়। যেমন হযরত তালহা এবং হযরত যুবায়ের সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, তাদের কাছে হাকীম বিন জাব্ লা এবং মালেক বিন আশতারকে কতিপয় ব্যক্তিসহ পাঠানো হয় এবং তারা তরবারির ভয় দেখিয়ে তাদেরকে বয়আত করতে বাধ্য করেন। অর্থাৎ তারা তরবারি তাক করে তাদের সামনে দাঁড়িয়ে যায় এবং বলে যে, হযরত আলীর বয়আত কর, নয়তো এক্ষুণি আমরা তোমাদেরকে হত্যা করব। তাঁরা হযরত উসমানের হত্যাকারীদের উপযুক্ত শাস্তির শর্তে বয়আত করেন। কিন্তু পরবর্তীতে তারা যখন দেখেন যে, হযরত আলী হত্যাকারীদের দ্রুত শাস্তির ব্যবস্থা করছেন না, তখন তারা বয়আত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যান এবং মদিনা থেকে মক্কায় চলে যান। যারা হযরত উসমান (রাঃ)এর হত্যাকাণ্ডে জড়িত যারা ছিল তাদেরই একটি দল হযরত আয়েশা (রাঃ)কে হযরত উসমান (রাঃ)এর হত্যার প্রতিশোধের মানসে জিহাদের ঘোষণা দেয়ার কথা মানিয়ে নেয় আর তিনি (রাঃ) এর ঘোষণা দেন এবং সাহাবীদেরকে তাঁর সাহায্যে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। হযরত তালহা (রাঃ) এবং হযরত যুবায়ের (রাঃ)ও তাঁর সাথে যুক্ত হয়ে যান। এর ফলে হযরত আলী (রাঃ)এর সাথে হযরত আয়েশা (রাঃ), হযরত তালহা (রাঃ) ও হযরত যুবায়ের (রাঃ)এর যুদ্ধ হয়, যেটিকে উষ্ট্রীর যুদ্ধ বলা হয়। এ যুদ্ধের প্রারম্ভেই হযরত যুবায়ের (রাঃ) হযরত আলী (রাঃ)এর মুখে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)এর একটি ভবিষ্যদ্বাণী শুনে পৃথক হয়ে গিয়েছিলেন। যাতে রসুলে আকরাম (সাঃ) হযরত যুবায়ের (রাঃ)কে বলেছিলেন, "তুমি আলীর সাথে যুদ্ধ করবে আর অন্যায় হবে তোমার পক্ষ থেকে?" ঐ ভবিষ্যদ্বানী স্মরণ হতেই, হযরত যুবায়ের (রাঃ) শুরুতেই পৃথক হয়ে গিয়েছিলেন এবং তিনি হযরত আলী (রাঃ)এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ না করার শপথ করেন আর এ কথা স্বীকার করেন যে, তিনি কথার অর্থ করতে ভুল করেছেন, অর্থাৎ ভুল বুঝেছেন। অপরদিকে হযরত তালহা (রাঃ)ও শাহাদৎবরণের পূর্বে হযরত আলী (রাঃ)এর বয়আতের ঘোষণা দিয়েছিলেন।

হুযুর আনোয়ার (আইঃ) বলেন, হযরত যুবায়ের (রাঃ) যখন মদিনায় ফিরে যাওয়ার উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেন। তখন উমায়ের বিন জারমূয হযরত যুবায়ের (রাঃ) এর পিছু নেয় এবং পিছন থেকে এসে হযরত যুবায়ের (রাঃ) এর ওপর বর্শার হামলা চালায় এবং তাকে সামান্য আহত করে। হযরত যুবায়ের (রাঃ)ও তার ওপর পাল্টা আক্রমণ করেন, ইবনে জারমূয যখন বুঝতে পারে যে, এখন সে মারা পড়বে, তখন সে তার অপর দুই সঙ্গীকে

সাহায্যের জন্য আহ্বান করে আর তারা সম্মিলিতভাবে হযরত যুবায়ের (রাঃ)এর ওপর আক্রমণ করে এবং তাকে শহীদ করে। হযরত যুবায়ের (রাঃ)কে শহীদ করার পর ইবনে জারমূয হযরত যুবায়ের (রাঃ)এর ছিন্ন মস্তক ও তার তরবারি নিয়ে হযরত আলী (রাঃ)এর কাছে আসে। ইবনে জারমূয ভেতরে প্রবেশের অনুমতি চাইলে, হযরত আলী (রাঃ) বলেন, হযরত যুবায়ের (রাঃ)এর হত্যাকারী ইবনে জারমূয সাফিয়া জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হোক। এক বর্ণনা অনুসারে ইবনে জারমূয হযরত আলী (রাঃ)এর কাছে ভেতরে প্রবেশের অনুমতি প্রার্থনা করলে হযরত আলী (রাঃ)তাকে (তার কাছ থেকে) দূরে রাখতে চেয়েছেন এতে সে বলে, যুবায়ের কি বিপদের কারণ ছিলেন না? হযরত আলী (রাঃ) বলেন, তোমার মুখে ছাই। আমি তো আশা করি, তালহা এবং যুবায়ের সেই সমস্ত ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত হবেন যাদের সম্পর্কে আল্লাহ্‌তা'লা বলেছেন,

وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ

(সূরা হিজর: ৪৮)

অর্থাৎ ঃ আমরা তাদের হৃদয়ের যাবতীয় বিদ্বেষ দূর করে দিব; তারা পরস্পর ভাই ভাই হয়ে মুখোমুখি আসনে (উপবিষ্ট) থাকবে।

খুৎবা জুম্মা শেষে হুযুর আনোয়ার (আইঃ) নায়েব আমীর (তৃতীয়) গাম্বিয়া আলহাজ্বী ইব্রাহীম মুবায়ে' সাহেব, নায়েব আমীর নঈম আহমদ খান সাহেব করাচী ও মোকাররমা বুশরা বেগম সাহেবার, জার্মানী-র প্রশংসাসূচক উন্নত চারিত্রীক গুনাবলীর বর্ণনা করেন এবং নামাযে জুম্মার পর মরহুমগণের গায়েবে নামায জানাযা পড়ার ঘোষণা করেন।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَنَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ. عِبَادَ اللّٰهِ رَحِمَكُمُ اللّٰهُ اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِيْتَآءِ ذِي الْقُرْبٰى وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ اُذْكُرُوا اللّٰهَ يَذْكُرْكُمْ وَادْعُوْهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ۔

('মজলিস আনসারুল্লাহ্ ভারত' থেকে প্রেরিত সংক্ষিপ্ত উর্দূ খুতবার অনুবাদ)

To

BOOK POST
PRINTED MATTER

Bangla Khulasa Khutba Jumma
Huzoor Anwar (ATBA)
04 September 2020

Makeup & Distribute FROM
AHMADIYYA MUSLIM MISSION
NALHATI, PIRANPARA, BIRBHUM, 731243, W.B

www.mta.tv
www.alislam.org
www.ahmadiyyabangla.org